রাজা

প্রথম সংস্করণ

১৩৪৬

শ্রীশিবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
(বি, এস্‌-সি)

ভদ্রকালী মধুচক্র হইতে প্রকাশিত

মঙ্গল প্রেস
১২৭, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা
হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পূজনীয়

জ্যাঠামহাশয়ের

শ্রীচরণে,

ভূমিকা

বন্ধনের অন্তরে মুক্তির স্বরূপই সৃষ্টি বৈগুণ্যের চরম মাধুর্য্য। যুগ হইতে যুগ কল্পাং কল্পান্তর ক্রমবিকশিত আবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই নিগূঢ় তথ্য প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। সৃষ্টির উৎকর্ষ—মানুষই—ইহার পথ প্রদর্শক। ধনী হউক, নির্ধন হউক, শিক্ষিত হউক বা অশিক্ষিত হউক, ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে, নিবিড় আবেষ্টনের মধ্যেও বন্ধন মোচনের আকাঙ্ক্ষা জীবাত্মার সহিত পরতে পরতে এমনই ওতঃপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট—জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া যে অপরাজেয় সংস্কারের ন্যায় অনুপ্রেরণা দ্বারা প্রতিনিয়তই আধারকে অনুপ্রাণিত করিয়া মুক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করে।

অপৌরুষেয় অনাদি শক্তির এই লীলাই আমাদের জীবন। লীলা রঙ্গমঞ্চের আধার এই জগৎ সংসারের পট পরিবর্ত্তনের নিত্য নব রূপান্তর মাধুর্য্যে আমাদের ভ্রমাত্মিকা অস্তিত্বের পরীক্ষা—যাহাকে আমরা দুঃখ বলিয়া থাকি এবং তাহাই বন্ধন। বৈরাগ্যের দ্বারা সংসারে অনাসক্ত হইতে পারিলেই আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং সেই দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তির নামান্তর।

'রাজা', অবতীর্ণ হইয়াছেন লীলাময়ী প্রকৃতিরই ক্রীড়াধাররূপে। ব্যক্তিগত সংস্কারের পশ্চাতে, সাংসারিক সুখ-স্বপ্নের অন্তরালে, কঠিন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশক রাজদণ্ডের ভিত্তিতলে ছিল নিবৃত্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা—প্রচ্ছন্ন, অলক্ষিত, ছায়ার মত। গৃহের নিবিড়তা ভেদ করিয়া, ভোগের চরম পরিণতি ত্যাগে মিলাইয়া, ন্যায়ের মর্য্যাদা সুবিন্যস্ত করিয়া 'রাজা' বাছিয়া লইলেন পথ—ঋষির, মনুষ্য জীবনের পরাকাষ্ঠা—ইহার অধিক আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে।

বলা বাহুল্য যে, এই গ্রন্থে কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নাই এবং গ্রন্থের অন্তর্নিহিত উদ্ধৃতাংশগুলি সমীচিন ও সুরুচি সম্পন্ন এবং যে সকল মহাজ্ঞানী মহাজন রচিত পুস্তকাদি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের কীর্ত্তিধ্বজার ছায়া শুধু পরম সৌভাগ্যের বিষয় নহে চির বাঞ্ছিত!

শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

কুশীলব।

পুরুষ চরিত্র।

রাজা সিংহবাহু	...	মগধের রাজা।
শঙ্খপাণি	...	সিন্ধু দেশের যুবরাজ।
কাঞ্চন	...	মগধ মহিষীর দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা।
বসন্ত সেন	...	মগধের সেনাপতি;
মন্ত্রী	...	মগধ রাজমন্ত্রী।
উপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দ	...	মগধ রাজ প্রতিষ্ঠিত মঠের প্রধান আচার্য্য।
মলয় রাজ	...	মলয় দেশের বৌদ্ধ রাজা।

শীলভদ্র, সোমদত্ত, দেবদত্ত প্রভৃতি মঠের ছাত্র।

সৈনিকগণ, গ্রামবাসী, নগরবাসী, প্রহরী, দূত।

স্ত্রী চরিত্র।

অলকানন্দা (অলকা)	...	...	মগধ রাজ মহিষী।
মেঘমালা	...	...	মগধ রাজ কুমারী, অলকানন্দার একমাত্র সন্তান।

রাজনটী, পরিচারিকা, ইত্যাদি।

রাজা

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মগধ রাজসভা।

[মগধরাজ সিংহাসনে আসিয়া বসিলে সভাসদগণের দণ্ডায়মান অবস্থায় বন্দনা গান]

জয় গান কর তার
অন্নদাতা, জ্ঞানদাতা, ভাগ্য বিধাতার ॥
দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন
বীজ মন্ত্র যার।
তাহার চরণে প্রণতি জানায়ে
খর্ব্ব অহঙ্কার ॥
বিদ্যার বাহন ধর্ম্মের কারণ
ক্ষাত্র বীর্য্য যার
সেই সে দেবতা চির বাঞ্ছিত
ধর্ম্ম অবতার ॥
বল জয়, বল জয়, বল জয়,
জয় জয় হ'ক তার
জয় গান কর তার ॥

মগধরাজ। দূত, মলয় বিজয়ের খবর কি?

দূত। মহারাজ, মগধ সেনাপতি বসন্তসেন সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গেলেন মলয় রাজ্যে কিন্তু শত্রু পক্ষের কোন বাধা তিনি আজও পেলেন না। যখন গ্রামের মধ্য দিয়ে মগধ সৈন্য-বন্যা মগধের বিজয় পতাকা উড়িয়ে চলেছিল তখন কোন গ্রামবাসী তাদের প্রতিরোধ করেনি, উপঢৌকন নিয়ে নত মুখে এসে দাঁড়ায়নি, কেবল ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বিবাহের বর গেলে যেমন তারা ছুটে দেখতে আসে তেমনি করে এসেছিল পথের ধারে আমাদের গুরু গম্ভীর রণবাদ্য শুনে। গবাক্ষ পথে গ্রাম্য বধূরা লুকিয়ে দেখেছিল মগধ সৈন্যের বিচিত্র সাজ, তাদের পা মিলিয়ে মিলিয়ে কেমন এগিয়ে চলা। গ্রামের কোন পুরুষের মুখ মহারাজ, আমাদের চোখে পড়েনি। গ্রাম যেন সম্পূর্ণ পুরুষ শূন্য। সৈন্যদল পতঙ্গের মত গিয়ে পড়ে পালে পালে শস্যক্ষেত্রে, আম্রকাননে। সেনাপতি হুকুম দেন এগিয়ে চল, সময় নষ্টের সময় নেই। এগিয়ে চল।

রাজা। গ্রামবাসীরা অমন করেই থাকে; রাজধানীর খবর কি শুনি?

দূত। রাজধানী! মহারাজ, রাজধানী সম্পূর্ণ জনশূন্য। জন মানবের গন্ধ নেই সেখানে। মনে হয় সব যেন মরে গেছে। শূন্য শ্মশান পুরীর অট্টালিকা গুলো যেন বিদ্রূপ করছে মগধ সৈন্যে। রাজপ্রাসাদ খুঁজে নিতে দেরী হ'ল না। গিয়ে দেখা গেল রাজকোষ শূন্য। রাজবাটীর বাতায়ন গুলো সব উন্মুক্ত পারাবতের উর্দ্ধগামী পক্ষের মত ছন্দহীন। খাঁ খাঁ করছে রাজঅন্তঃপুর। সেনাপতি বসন্তসেন ভয় পেয়ে গেলেন। হুকুম হ'ল সৈন্যদল যেন সারারাত জেগে থাকে শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই নিকটে কোথাও লুকিয়ে আছে অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করবে বলে।

রাজা। সৈন্যদলের মনের অবস্থা কিরূপ দেখলে দুত ?

দূত। মহারাজ, তাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য খুব। তারা কেবল গর্জে গর্জে ফুলে ওঠে জলপ্রপাতের জলের মত। কেহবা আকাশের বুকে তীর ছোঁড়ে, বর্ষা ছোঁড়ে, বিপক্ষদলের মৃত্যু কামনা করে। নয়ত বা কেউ তাদের যুদ্ধে আহ্বান করে উচ্চৈঃস্বরে মত্ত হস্তীর মত।

রাজা। তারপর ?

দূত। তারপর, তিনদিন তিনরাত কেটে গেল ওই রকমে। কোন সাড়া নাই শব্দ নাই নিস্তব্ধ নিঝুম, মাঝে মাঝে কেবল মগধ সৈন্যের অস্ফুট কোলাহল দুর্গ প্রাকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে ব্যঙ্গের সুরে। সেনাপতি আর থাকতে পারেন না, জনহীন নিস্তব্ধতায় যেন তিনি বন্দী। এক অজ্ঞাত দুর্ভাবনায় প্রাণ তার হাঁফিয়ে ওঠে। সারা দিনরাত ধরে তিনি উৎসবের বাদ্য বাজাতে আদেশ দিলেন। তারপর দূত পাঠান চতুর্দ্দিকে মলয় রাজের খোঁজে। খবর এলো দুদিন বাদে। মলয়রাজ মগধ সৈন্যের আগমন বার্ত্তা পেয়ে পরিজনবর্গ নিয়ে উঠে গেছেন পর্ব্বতময় সেই উদয়গিরিতে। পর্ণকুটীরে সেখানে বাস করছেন সুখে। সেনাপতি আমায় পাঠালেন আপনার চরণে এই বার্ত্তা নিবেদন করতে আর, এখন তিনি কি করবেন তার মত চেয়ে—

রাজা। ওঃ কি ভীরু, কি কাপুরুষ, ওই মলয়রাজ। যুদ্ধ দূরে থাক্, সন্ধি করতেও ভয় পায়। ওঃ! পালিয়ে গেছে প্রাণভয়ে। দূত সত্বর যাও, সেনাপতি বসন্ত সেনকে এখনি বলগে আগুন লাগিয়ে দিতে সেই উদয়গিরিতে। প্রাণের মায়া যাদের যত অধিক তাদের মারতেই আমার সবচেয়ে বেশী আনন্দ। যাও, যাও দূত, সেনাপতিকে বোলো যেন একটিও নগরবাসী প্রাণে না বাঁচে, আর মলয় রাজ্যের গ্রামে গ্রামে এই বার্ত্তা প্রচার করে দিতে বলগে—যে না যুদ্ধ করবে তার গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হবে ; তার ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হবে ; না হয় তাকে

ধরে এনে প্রকাশ্য রাজপথে দেওয়া হবে প্রাণ দণ্ড। প্রাণভয়ে ভীত মানবের ওই উপযুক্ত শাস্তি ; যুদ্ধ চাই ; রাজ্য চাই ; পৃথিবীতে দেখাতে চাই—বীর্য্যবানেরই পৃথিবী উপভোগের অধিকার, কাপুরুষের নয়। যাও দূত, যাও।

মন্ত্রী। অমন আদেশ দেবেন না মহারাজ। মলয়রাজ্য যে শেষে মরুভূমি হয়ে যাবে। মানব বংশ যদি লোপই পায় মহারাজ, তবে আপনার শৌর্য্য বীর্য্য বুঝবে কে? তা ছাড়া মলয় দেশে আমাদের উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টাও বৃথা। কারণ, কেইবা যাবে সেই অনুন্নত মালভূমির রাজ্যে সুজলা সুফলা মগধ ছেড়ে।

রাজা। আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে। তুমি ও সব ভেবো না মন্ত্রী। জেনো, রাজশক্তির অসাধ্য কোন কাজ নেই। শোন দূত! সেনাপতিকে বলে দিও মলয়বাসীরা যদি যুদ্ধে বিরত থাকে তবে সে যেন শুধু পুরুষগুলোকেই হত্যা করে, নারীদের যেন প্রাণে না মারে। তাদের আমি মগধে এনে গণিকা করে রেখে দেবো, আফ্রিকার কিঙ্কর দিয়ে তাদের সন্তান উৎপাদন করে একটা নূতন জাতের সৃষ্টি করবো। জগতে দেখাব রাজদণ্ডই পৃথিবীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। যাও দূত, যাও।

[দূতের প্রস্থান]

মন্ত্রী। তারপর মহারাজ আপনি যে মগধের গ্রামে গ্রামে প্রচার করেছেন যে প্রত্যেক পরিবারের অন্ততঃ একজন করে কুড়ি থেকে পঁচিশ বৎসরের যুবক চাই মগধ সৈন্যের কলেবর পুষ্টির জন্যে; কিন্তু তার পাঞ্চাল থেকে কি উত্তর এসেছে শুনেছেন মহারাজ?

রাজা। কি শুনি?

মন্ত্রী। সেখানকার প্রজারা বলে সৈন্য তারা হবে না। রাজাকে কর দিয়ে তারা রাজার রাজ্যে বাস করে; রাজার সকল খেয়াল তারা শুনতে রাজী নয়। তারপর তারা আরও বলেছে নাকি রাজা যদি বেশী

পীড়াপীড়ি করে তবে রাজার কর তারা বন্ধ করে দেবে। তাদের ধারণা কি জানেন মহারাজ! রাজা দেবতা, আর সেই দেবতা যদি অপদেবতায় পরিণত হয়, তবে তাকে তাড়াতে রোজা ডাকতেও তারা পেছ পাও নয়।

রাজা। রোজা! রোজা মানে?

মন্ত্রী। রোজা মানে বোধ হয় মহারাজ বিদ্রোহ, বিপ্লব।

রাজা। বিদ্রোহ, বিপ্লব? হা হা হা! মগধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? ক্ষুদ্র পাঞ্চালের দম্ভ দেখে হাসি পায়। মনে হয় এ যেন পিপীলিকার পক্ষভরে নীল আকাশে ওড়ার প্রগল্‌ভতা। তাদের জানিয়ে দিও মন্ত্রী! রাজাকে কর দিয়ে রাজাকে তারা বাঁচায় না, নিজেরা বাঁচে। আর সেই রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ মানে মরণকে বরণ করে এগিয়ে আনা।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ, তাদের ধারণা একেবারে উল্টো; রাজা তাদের একটা চাই, তাই তারা রাজা রেখেছে। যেমন তাদের গরু চরাবার রাখাল চাই বলে ভাত কাপড় দিয়ে একটা রাখাল পোষে, তেমনি শান্তি রক্ষার জন্যে রাজাকে তারা কর দেয় রাজার দিকে তাকিয়ে নয়, সম্পূর্ণ নিজেদের দিকে তাকিয়ে। তারা দম্ভ করে একথাও নাকি বলেছে মহারাজ যে, ইচ্ছা করলে তারা এক রাজাকে সরিয়ে তার স্থানে অন্য রাজাকেও বসাতে পারে। রাজা নিয়ে তারাই খেলা করতে পারে তাদের প্রাণ নিয়ে রাজার খেলা করাটা তাদের কাছে পরিহাস। কারণ তারা বলে—তারাই সত্যিকার পৃথিবীর মালিক। কেননা তারা চাষ করে, কাপড় বোনে, মন্দির তৈরী করে, আর রাজা? রাজা তাদের ইচ্ছাধীন একজন ভৃত্য মাত্র।

রাজা। তাই নাকি? এসব ভাব আসছে কোথা থেকে? স্পর্দ্ধা দেখ! জোনাকীর যেমন মনোভাব—আঁধার রাতে তারাই

যেন এক একটা ভ্রাম্যমাণ চন্দ্রকণা। ওসব কথা থাক এখন। শোন মন্ত্রী, সামনের শরতে আমরা যাব সিংহল বিজয়ে। সৈন্য চাই প্রচুর। শোনো! যদি দেখ মূর্খ প্রজারা আমার সৈন্যদলে কাজ নিতে একটু কুন্ঠিত হচ্ছে তবে রটিয়ে দাও যে, এবার তাদের বেতন দেওয়া হবে দ্বিগুণ। তারপর আরও প্রলোভন দেখিয়ে দিও যে, এবার সিংহলবিজয়ের লুন্ঠিত অর্থ সৈন্যদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে। আর পাঞ্চালে বলে পাঠিও সিংহল বিজয়ের পর তাদের দেশে তাদের রাজা এক প্রকাণ্ড দীঘী খনন করে তার চারিদিকে চারিটী বিরাট মন্দির গড়িয়ে দেবেন, তাতে যুদ্ধ হতে ফিরত সৈন্যদের আর আগের বারের মত কর্ম্মহীন হ'য়ে থাকতে হ'বে না, কেমন?

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। আর কিছুর আলোচনা করবার আছে আজ?

মন্ত্রী। না মহারাজ, আর কিছু নেই।

রাজা। তবে আজকার সভা ভঙ্গ হোক। [একজন প্রহরীকে ডাকিয়া] প্রহরী, রাজনটীকে সংবাদ দাও, যেন মহারাণীকে নিয়ে তাঁরা মধুবনে আমার অপেক্ষায় থাকেন।

সকলের গান—

জয় জয় হ'ক তার
জয় গান কর তার ইত্যাদি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মধুবন।

(রাজা ও রাণী)

মহারাণী। দাসীকে স্মরণ করেছেন মহারাজ।

রাজা। অলকানন্দা, এসো কাছে এসো। (হাত ধরিয়া) দেখ অলকা, তোমার কাছে আমার যেন সমস্ত ক্ষাত্র বীর্য্য একেবারে লোপ পায়। মনে হয় এ যেন পূর্ণচন্দ্রের প্রণয়ী দীর্ঘপুচ্ছ ধুমকেতু। তোমার সৌন্দর্য্য আমায় ছাড়িয়ে যেন কোথায় চলে গেছে। নিজের অসৌন্দর্য্যে নিজেরই লজ্জা হয়। মনে হয় আমি তোমার অযোগ্য।

রাণী। ছিঃ মহারাজ; দাসীকে অপরাধিনী কোরো না; আমি যে তোমার দাসী।

রাজা। ওই আসছে রাজনটী।

[রাজনটীর প্রবেশ ও গান]

গান।

হেমন্তে আজ শরৎ তোমার আলোর পূজার উদ্‌যাপন,
কাঁচা সবুজ ধানের ক্ষেতে শিশির ধোয়া আলিম্পন॥
আবাহন তার রোদন ভরা
করুণ চাহনী পাগল করা
বলিবার যাহা পারে না বলিতে
লাজে মরে যায় অকারণ॥
বাতাস আকাশে যে বাণী দিয়েছে
স্তব্ধ বনানী সে কথা শুনেছে
ঝরা পাতাদের ভঙ্গুর গানে
ফুটে ওঠে তা, অনুখন॥

চাঁদের চোখে লেগেছে ঘুম
লঘু মেঘের আভরণ
বলাকারা আসছে ছাড়ি
কুহেলিকার আলিঙ্গন ॥

[রাজনটীর প্রস্থান]

রাজা। সত্যি যেন আজ আমার অন্তর ধুয়ে গেছে শিশিরে। এই হেমন্ত আর বসন্ত এরা যেন শীতের দুই সঙ্গম বেণী। বসন্তে মুক্ত বেণী, আর হেমন্তে যুক্ত বেণী। বসন্তে যে সুর হারিয়ে যায় আলোর শতদলে, রঙ্গের সপ্ত ধারায়, হেমন্তে সে সুর ফিরে আসে কলকাকলীহীন স্তব্ধতায়। এদের একজন যেন চঞ্চলা নেসাচপলা নৃত্যপরা তরুণী দেবদাসী, আর একজন ভাববিহ্বলা কুমারী তপস্বিনী। দুই জনকেই আমার ভাল লাগে, রাণী।

রাণী। মহারাজ! মলয় বিজয়ের কি খবর এলো।

রাজা। ওসব যুদ্ধ বিদ্রোহের কথা তোমার জেনে লাভ কি অলকানন্দা!

রাণী। সেকি মহারাজ, আমি যে রাণী; এ রাজ্যের জননী।

রাজা। বেশ, বেশ, বেশ। তবে তোমার ভাবী ভীরু মলয় সন্তানদের কথা শোনো। তারা করেছে কি জানো? মগধের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেছে নগর ছেড়ে উদয়গিরিতে। আচ্ছা মহারাণী, সত্যিই কি তুমি তাদের মা হ'তে চাও? যারা প্রতিবাদ করে না, বাধা দেয় না, নিজেদের সর্ব্বস্ব ছেড়ে কেবল প্রাণ ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। প্রাণই কি তাদের সব?

রাণী। হাঁ মহারাজ, প্রাণই বোধ হয় তাদের সব। আমি যদি তাদের সত্যিকারের জননী হ'তে পারি, পৃথিবীর মায়ের জাত আমাকে তা হ'লে পূজো করবে।

রাজা। সেকি মহারাণি! তুমিও এই ভীরুতাকে সমর্থন কর? কবি কাঞ্চন না হয় পাগলা মানুষ তার মুখে এ কথা শোভা পায়। সে বলে কি জানো অলকা,—জীবন আমাদের বহু তপস্যার পুণ্য ফল। বহু দেবতার আশীর্ব্বাদে এ জীবন আমাদের সফল হয়। তাই ওই মলয়বাসীরা মগধের রক্তপিপাসু তরবারের আঘাতে অপঘাতে সেই অমূল্য জীবন নষ্ট হ'তে দিতে রাজী নয়, তাই তারা পালিয়েছে। নিজেদের ভোগ্য বস্তু সব সঙ্গে নিয়ে—যেমন স্ত্রী, পুত্র, পরিবার। আর তার সঙ্গে তাদের সঞ্চিত অর্থরাশি, জীবনে নব রস উৎপাদনের বীজমন্ত্র। তারা চায় যৌবনকে সার্থক করতে, জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করতে। তোমারও কি তাই মত মহারাণী?

রাণী। না মহারাজ ও মত আমার নয়। আমার মনে হয় জীবন যৌবন সার্থক করবার জন্য তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয়নি। নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছে তারা, কারণ যৌবন যদি বাধাকে জয় না করে তবে তার সার্থকতা কোথায় মহারাজ? যৌবন যেখানে তার বীর্য্য প্রকাশে অক্ষম সেখানে সে পঙ্গু, সেখানে সে ঘৃণ্য; বার্দ্ধক্য এসে ধরেছে তার অন্তরে, সেইখানেই তার মরণ ঘটেছে।

রাজা। তবে তোমার কি মনে হয় রাণি?

রাণী। আমার মনে হয় তা নয় মহারাজ, অন্তরের কোন সাড়া বোধ হয় তারা পায়নি তাই তারা যুদ্ধ করেনি। ভেবেছ বোধ হয় যুদ্ধ হিংসার মূর্ত্তিমতী বাস্তবিকা। যুদ্ধে রক্তপাত, যুদ্ধে মহামারী, যুদ্ধে দুর্ভিক্ষ। মানুষ মানুষের রক্তপাত করবে এ বোধ হয় তারা চায় না। ভাবে যে রক্ত তাদের নিজেদের শরীরে প্রবাহিত সেই রক্ত কেমন করে তারা মগধ সৈন্যের বক্ষ বিদীর্ণ করে নিজের চোখ দিয়ে দেখবে। যে রক্ত তারা সৃজন করতে পারে না এক বিন্দু, তারই স্রোত কেমন

করে বহাবে। তাই বোধ হয় তারা পালিয়েছে নিজেদের পাপ থেকে বাঁচিয়েছে আর তার সাথে সাথে মগধদেরও।

রাজা। ও কি বলছো অলকা! এ কার মুখের কথা বলছো রাণি! মনকে আমার দুর্ব্বল করে দিও না। যুদ্ধ আমার প্রিয়, যুদ্ধই আমার আনন্দ। বিজিতদের মুখে আমার নামে যে একটা আতঙ্কের ছাপ পড়ে তাই হ'চ্ছে আমার সবচেয়ে অহঙ্কার। তুমি সব কি বলছো অলকা!

রাণী। শুনি নাকি মহারাজ মলয়রাজ বৌদ্ধসন্ন্যাসী। আমার ইচ্ছা করে লুকিয়ে গিয়ে দেখে আসি মহারাজ, মলয় রাজমহিষী কেমন করে তাঁর সেবা করে। যাবে মহারাজ একদিন তাঁদের দেখতে? জেনো যে সনাতন রীতির ব্যতিক্রম ক'রে, সে সাধারণ মানুষের অনেক উর্দ্ধে, ইন্দ্রিয় ভোগীরা তার নাগাল পায় না।

রাজা। তুমি কি বলতে চাও মহারাণী যুদ্ধ না করে দূরে সরে গিয়ে সে আমাকে পরাজিত করেছে তার মহত্ব দেখিয়ে।

রাণী। হয়ত বা হ'বে।

রাজা। চুপ কর, চুপ কর অলকা। আমার মধুযামিনীর ভ্রূণহত্যা করোনা। যাও, যাও এখান থেকে যাও। [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া গমনোন্মুখ রাণীর প্রতি] অলকা, অলকানন্দা প্রিয়া আমার, আমার ঔদ্ধত্যকে মার্জ্জনা কর।

রাণী। প্রভু!

রাজা। চল আমরা হংস সরোবরে যাই আমাদের নূতন রাজপথ দিয়ে।

রাণী। দাসীকে ক্ষমা কর প্রভু। রাজপথ দিয়ে যেতে আমার লজ্জা করে নাথ। শত সহস্র পুরুষচোখের চাহনি আমার গায়ে যেন তীক্ষ্ণ তীরের মত বেঁধে। মনে হয় মাটির সঙ্গে মিশে যাই।

কিন্তু প্রভু দাসীর অপরাধ নিও না তাতে যেন, মনে হয় তোমার পুলক আরও বেড়ে যায়।

রাজা। সত্যিই অলকা, তুমি ঠিক বলেছো, তাতে আমার পুলক ভিতর থেকে কেমন যেন আপনিই বেড়ে ওঠে, যেমন করে নদীর বক্ষ থেকে বালির চর জেগে ওঠে তেমনি করে। সত্যি বলছি অলকা, অতগুলো পুরুষের মধ্যে দিয়ে যখন তোমার মত সাগর ছাঁচা সুন্দরীকে পাশে নিয়ে চলি তখন আমার মনে হয় ওরা আমায় হিংসা করুক খুব করে হিংসা করুক, সেইটাই আমার গৌরব, সেইটাই আমার গর্ব্ব।

রাণী। ছিঃ মহারাজ।

রাজা। ছিঃ নয় রাণী। ওদের ভাবতে দাও ওদের রাজা কত ঐশ্বর্য্যবান। যেদিন স্বয়ম্বর সভা থেকে তোমাকে নিয়ে আসি সেদিন কে যেন আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল, যদি ওরকম রাণীর মত বরফের দেশের সুন্দরী পাই ত ওর মত রাণী করে অন্তঃপুরে রাখতে চাই না, বুক ফুলিয়ে লোকের মাঝে দেখিয়ে বেড়াতে চাই আমি কত বড় সৌন্দর্য্যের অধিকারী।

রাণী। রক্ষা কর, রক্ষা কর; মহারাজ। ওসব কদর্য্য আলোচনা বন্ধ করে দাও।

রাজা। বেশ তাই হ'ল। আজ আর রাজপথে কাজ নেই, চল আমরা মধুবনের কেতকী কুঞ্জে যাই।

রাণী। তাই চল মহারাজ। সেইখানেই আমি তোমায় সব চেয়ে নিকটে পাই। যখনি দেখি কুঞ্জে কেবল তুমি আর আমি, তখনি মনে হয়, দেবতা আমার পাথরের স্তূপ নয় সে যেন জীবন্ত মূর্ত্তিময়। তাই চল প্রভু কেতকী কুঞ্জেই চল।

রাজা। চন্দ্র সূর্য্যের অলক্ষ্য আকর্ষণে সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম ক'রে কোথায় যায় জানে না, কিসের আকর্ষণ তা জানি ন কোথায় চলেছি তাও জানি না কিন্তু তবুও আমায় যেতে হয়।

রাণী। চল নাথ।

রাজা। চল।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদয়গিরি।

(মগধ সৈনিকগণ)

সকলে। আগুন! আগুন! আগুন! কি আনন্দ! আরও জ্বালা আরও জ্বালা।

১ম। ওই দেখ আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া আর তার মাঝে কার যেন লোলুপ জিহ্বা লাল, ঘোলাটে লাল। মনে হচ্ছে যেন আজ আকাশ পুড়ে ছাই হ'য়ে পড়বে নীচে। নক্ষত্রের ভাঁটা নিয়ে খেলবে আজ মগধের শিশুরা।

২য়। ওরে দেখ, দেখ, দেখ, বন্য জন্তুর সারে পালাচ্ছে এক মলয়বাসী। মার, মার, মার ওটাকে।

৩য়। আমার তুণে বাণ কোথা গেল ছাই।

৪র্থ। ওরে মেয়ে মানুষের মত যেন মনে হ'চ্ছে; মারিসনে ভাই, মারিসনে।

১ম। আরে কোলে একটা ছেলে না?

২য়। কি অব্যর্থ লক্ষ্য তোর! এক তীরে দুজনে এক হ'য়ে গেঁথে গেছে!

৪র্থ। ওরে! ওই মেয়েটা যেরে আমার কোলের বোনটার মত দেখতে রে। সেই নয় ত?

৩য়। তোর যেমন, বুদ্ধি হস্তিমূর্খ। মগধ থেকে সে এখানে এসেছে তোর হাতে মরবার জন্যে, না? অত মায়া যদি তবে এলি কেন?

২য়। আহা মোটা বেতনের আশায় হে।

৪র্থ। সত্যি ভাই এ প্রণয় লীলা আমার মোটেই ভাল লাগে না। মনে হয় যেন—

১ম। মনে হ'য়ে আর কাজ নেই বন্ধু। থাকত যদি আজ আমাদের ছোট সেনাপতি, তোমাকেও তোমার মনে হবার আগেই ওই মেয়েটার সঙ্গে সহমরণে পাঠিয়ে দিত।

৩য়। এই দুর্ব্বল মানুষগুলো কেন মরতে যে যুদ্ধে আসে তা জানিনে। যুদ্ধকে যে খেলা বলে নিতে পারে না, তার সৈনিক হওয়াই বিড়ম্বনা।

২য়। সত্যিই তাই। আরে বাবা, এসেছিস যুদ্ধ করতে, ফিরবি কি না তার ঠিক নেই। কেবল শোনো, আসবার সময় বউ কেমন করে কেঁদে ছিল, ছেলেটার হয়ত শীতে অসুখ করেছে, কাকা হয়ত ভিটেটা ফাঁকি দিয়ে নিলে; এমনি কেবল কাঁদুনি আর কাঁদুনি শুনলে গা জ্বলে যায়। শুনবো না তবুও জোর কোরে টেনে টেনে শোনাবে। বিরক্তিকর ভাই, বিরক্তিকর।

১ম। ওই শোন আবার শঙ্খ বাজছে। চল এগিয়ে চল। শিবিরে বোধ হয় আজ আর ফিরতে পারা যাবে না!

২য়। নাইবা পারা গেল। খেলায় খেলায় জীবন ভরিয়ে দেবো ভাসিয়ে দেবো অনন্ত আনন্দ স্রোত পরিপূর্ণ উপভোগে—

সকলে গান—

চল চল চল সবে যৌবন বাহিনী।
মৃত্যু জয় করি চলরে, চলরে, চলরে, চলরে॥
ঊর্দ্ধে অনন্ত সুনীল নীলিমা
নিম্নে উতলা ধরণী,
দক্ষিণে বনবীথী শ্যাম গরিমা
বামে চঞ্চলা তটিনী।
সম্মুখে ভীষণ গভীর মৌন
স্তব্ধ অকুল জলধি,
পরপারে আছে তার সঞ্চিত শান্তি
শান্তি পণ করি মররে। চলরে চলরে চলরে॥

চতুর্থ দৃশ্য।

(প্রহরী. রাজা, মন্ত্রী ও রাণী)

প্রহরী। মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয় আপনার দর্শন প্রার্থী।

রাজা। তাঁকে এখানে লয়ে এসো প্রহরী।

মন্ত্রী। মহারাজ! অসময়ে এসেছি বলে মার্জ্জনা কোরো। উদয়গিরি থেকে এক জন দূত এইমাত্র এলো সেখানকার সংবাদ নিয়ে।

রাজা। কি আনন্দ সংবাদ. বল মন্ত্রী বল! ধৈর্য্য ধরে থাকতে পাচ্ছি না। বল মন্ত্রী বল! মলয়রাজ ধরা পড়েছে?

মন্ত্রী। না মহারাজ মলয়রাজকে ধরতে তারা যায়নি। সংবাদ এসেছে—সৈন্যদের মধ্যে এসেছে অবসাদ। স্থানে স্থানে অবাধ্যতাও দেখা দিয়েছে।

রাজা। কেন! বসন্ত সেন কি মরে গেছে নাকি?

মন্ত্রী। মহারাজ! দূতের মুখে প্রকাশ—তাঁরও নাকি আলস্য এসেছে খুব। মুখে বলেন খাদ্যাভাব, জলকষ্ট, এমনি লোক ভুলানো কত বানানো কথা।

রাজা। আচ্ছা মন্ত্রী! তুমি বলতে পার কেন এসব অঘটন ঘটছে। কেন আমার মগধের চির অজেয় বাহিনী আজ রণে নিরুৎসাহ। কেন আজ ক্ষত্রিয়-কুল-চূড়ামণি মহাবীর বসন্ত সেন নিস্তেজ। সত্য মন্ত্রী, গুপ্তচর আজ আমার কাছেও বলে গেছে আমাদের সেনাপতির নামে অনেক কথা। তখন তার কথা আমার কেমন যেন বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু এখন মনে তার সব কথাগুলো এক সঙ্গে উদয় হচ্ছে। কি জান মন্ত্রী; সেনাপতি নাকি এ যুদ্ধ অলীক ভেবে, এ অভিযান দস্যুবৃত্তি ভেবে, রোজই পিছিয়ে পড়ছেন। সত্যি করে বলত মন্ত্রী, এর মূলে কি?

মন্ত্রী। এর মূলে মহারাজ, বোধ হয় অনিচ্ছা।

রাজা। কি বল্লে মন্ত্রী। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, আবার বল।

মন্ত্রী। বোধ হয় মহারাজ, এর মূলে রয়েছে তাদের আন্তরিক অনিচ্ছা।

রাজা। ঠিক বলেছো মন্ত্রী, বোধ হয় তাদের আর ইচ্ছা নয় যে এখনও আমি যুদ্ধ করি। হয়ত তারা আমার কাছে আজ অন্য কিছু চায়! আচ্ছা মন্ত্রি এ তাদের অবজ্ঞা নয় ত?

মন্ত্রী। অবজ্ঞা! না মহারাজ! অবজ্ঞা করতে তারা জানে না; সে শিক্ষা তাদের আজও হয়নি কারণ—জানবেন মহারাজ, অবজ্ঞা করতে হ'লে মনের জোর চাই প্রচুর।

রাজা। তবে—তবে মলয় রাজের এ ঔদাসীন্য সম্পূর্ণ অমূলক? বিজাতীয় যুক্তিহীনতার চরম, রাজনীতির অভিধান বিরুদ্ধ; জাগরণে স্বপ্নের ঘটনাবলির মত অসংলগ্ন! মন্ত্রি, এ তার বিকার ছাড়া আর কিছুই নয় জেনো। মলয়রাজ এখন আর মলয়ের রাজা নয়—রাজদ্রোহী।

মন্ত্রী। শুনছি নাকি মহারাজ, মলয়রাজ বহুদিন হ'তেই ওইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে রাজত্ব করছেন।

রাজা। নির্লিপ্ত ভাবে?—মানে?

মন্ত্রী। জানি না মহারাজ, তবে এইটুকু জানি প্রজাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় হ'তে নির্ব্বাচিত ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা গঠিত এক মন্ত্রীমণ্ডলীই ওদের সব; রাজা তাদের সাক্ষী—সমর্থক মাত্র। আমাদের মলয়-বিজয়ের গুপ্ত অভিপ্রায় যখন মলয়-দূত দ্বারা তাদের রাজ্যে ব্যক্ত হয়, তখন মলয়রাজ তাঁর মন্ত্রীসভা আহ্বান করেন এবং মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। কেহ বা যুদ্ধের পক্ষে কেহ বা বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। তার বেশী সংবাদ আর আমাদের

আসেনি। আমার মনে হয় বেশী লোকই বোধ হয় যুদ্ধ চায়নি। তাই তাদের এই অভাবনীয় আচরণ।

রাজা। বেশী লোক যুদ্ধ না চাইবার কারণ?—আত্ম সমর্পণে এ অলৌকিক ঔদার্য্য কিসের মন্ত্রি? যুক্তিই বা তার কোথায়?

মন্ত্রী। যুক্তি মহারাজ পরাভূত হয় শক্তির কাছে। তবে এমনও হ'তে পারে, মলয়বাসী, মগধকৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠতর দেখে ইচ্ছা ক'রেই হয়ত মগধের অন্তর্ভুক্ত হ'তে অভিলাষী কিম্বা প্রজাশক্তি সমষ্টিগত হ'লেও রাজদণ্ডের ঐক্য এখনও ... আনতে পারেনি তাই উপযুক্ত রাজার আশ্রয় লিপ্সু।

রাজা। ও তোমার বানানো কথা মন্ত্রি।

মন্ত্রী। জানি না মহারাজা।

রাজা। যাক মন্ত্রী ওসব কথা এখন থাক। তুমি আজই সেনাপতির কাছে দূত পাঠায়ে তাঁকে এ মৃত্যু উৎসব স্থগিত রাখতে বল। কাল আমি যা হয় এর বিহিত করবো। যাও মন্ত্রী! আমি আজ বড় ক্লান্ত, তুমি যাও।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

[রাণীর প্রবেশ]

রাণী। মহারাজ, আজ এত বিমর্ষ কেন দেব। বিশ্রাম কক্ষে চল।

রাজা। রাণী! এ আমার বিমর্ষতা নয়। এ গোধূলির ছায়া-হীনতা রজনীর পূর্ব্বরাগ। স্তম্ভিত হয়ে গেলে দেবি? ভয় কি এই গোধূলিই ফিরে আসবে আবার নূতন নাম নিয়ে ঊষা হয়ে। তখন কেটে যাবে যামিনীর মৃত্যু বিভীষিকা সুখ তারার সাথে সাথে।

রাণী। ওকি বল্‌ছো নাথ!

রাজা। তুমি জান না, তুমি জান না, তুমি আজ কি সাজে এসেছো আমার কাছে। তুমি আমার দেবতার দান, তুমি আমার

আলোকের দূত, তুমি আমার জীবনের প্রিয়। প্রিয়তমে, চল আজ তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানেই যাব।

রাণী। প্রভু! দাসীর অন্তর ছাড়া তোমায় বসাবার স্থান যে পৃথিবীতে নেই প্রভু। চল দেব অন্তরের সুধা আজ তোমায় প্রাণভরে পান করাব। দেবতা আমায় আজ আশীর্ব্বাদ করুন তুমি যেন তৃপ্ত হও।

রাজা। চল।

[উভয়ে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মগধের রাজপথ।

(নাগরিকগণ)

১ম। হ্যাঁরে শুন্‌ছি নাকি মগধরাজ সিংহবাহু মলয়রাজের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবে।

২য়। সন্ধি নাকি হে। এমন উল্টো-ধারা কথাও ত কখন শুনিনি। রাজা আমাদের জিতল, না? জিতলই হে; আবার রাজাই গেল শেষে সেধে সন্ধি কর্‌তে।

৩য়। সন্ধি নয় হে, সন্ধি নয়। একেবারে বেঁধে আন্‌তে পলাতক মলয় রাজকে।

৪র্থ। এ নিশ্চয় আমাদের কবি কাঞ্চন ঠাকুরের মন্ত্রণা।

২য়। আমি ত শুনলাম মহারাণী তাঁকে কি যেন বলেছেন তাই —তাই রাজা আমাদের গেছেন উদয়গিরিতে।

১ম। যদি অভয় দাও ত ভাই একটা কথা তোমাদের বলি।

৪র্থ। অভয় আবার কি। এখানে রাজাও নেই রাজার গুপ্তচরও নেই। বলে যাও প্রাণ খুলে বলে যাও।

১ম। শুনি নাকি কবি কাঞ্চনের সঙ্গে আমাদের মহারাণীর একটু অন্যরকম ভাবসাব আছে। ওরা নাকি দুজনে একলা একলা ব্যাড়াতে যায়। রাজা শিকারে গেলে ওরা দুজনে নাকি একলা থাকে। কাউকে বলিস না কিন্তু।

৩য়। ওমা তাই নাকি? তবে বোধ হয় দুজনে মিলেই ওরা রাজাকে তাড়িয়েছে।

২য়। হতভাগা কবি দেখছি আমাদের দেশটাকে একেবারে অধঃপাতে দেবে। আমরা ভাই বিদেশে বিদেশেই থাকি রাজা-

রাজড়ার ঘরে যদি ওই হয়, তবে আমাদের ছেলেমেয়ে রাখাই দায় হবে।

১ম। দেশে গিয়ে দেখবে হয়ত ধনী তোমার ঘর করছে—

৪র্থ। আঃ। ও ছাড়া আর তোমাদের কথা নেই।

১ম। কি জান ও-কথাই সকলের সবচেয়ে মুখরোচক।

৪র্থ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কাঞ্চন ঠাকুর যে দেবতার মত লোক হে। আর মহারাণী মা আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। যেদিন থেকে মা আমাদের দেশে পা দিয়েছেন সেইদিন থেকে মাঠে আমাদের ধান আর ধরে না। তাছাড়া কাঞ্চন ঠাকুর মহারাণীর দূর সম্পর্কে ভাই হয়।

৩য়। আরে দূর সম্পর্কে ভাই। পুষ্পধনুর চোখে—

৪র্থ। কি যে বলিস মাইরি।

২য়। আরে বাবা, গান গেয়ে বেড়ালেই যদি সাধু হয় তবে আমাদের গ্রামের রাধু বোষ্টমী তার চার জন বাবাজী নিয়ে এতদিন মোক্ষ লাভ করত।

৪র্থ। তোমাদের রাধু বোষ্টমীকে চিনি না ভাই, কিন্তু মহারাণীর কথা আলাদা। তাছাড়া কবি কাঞ্চন—কবি মানুষ আপনভোলা।

৩য়। অমন ভগ্নীপতির ভাতে থাকলে আমিও কবি হ'তে পারি। তোমাদের কাছেই ও কবি। ওর গোড়াকার ইতিহাস জানিস্? বাড়ীর খাও আর ঘুমোও, মাঝে মাঝে লোকের মুখে ঝাল খেয়ে বেড়াও। জানলে আর ও কথাটী বলতে না।

১ম। আহা বলেই ফেল না। অত ভনিতা কেন?

২য়। বল না গো প্রিয় দা।

৩য়। তবে শোন, ও খুব বড় বংশের ছেলে। ওর কাকার ছেলেরা এখন গান্ধারের রাজা। সেখানে ওর যাওয়া একেবারে

বারণ তাই জুটেছে আমাদের রাজার স্কন্ধে। সেখানেও কি করেছিল জানিস?

২য়। আদি রসের কবিতা লিখেছিল বুঝি?

৩য়। আরে না না। কবিতা লেখেনি; প্রজা ক্ষেপিয়েছিল কি বলে জানিস্। পৃথিবীতে বাঁচবার জন্যে সকলের সমান অধিকার। টাকা পয়সা সুখ ঐশ্বর্য্য কেবল রাজা আর বড়লোকের ভোগ্য বস্তু নয়। তাতে সাধারণ প্রজাদেরও সম্পূর্ণ সমান ভাগ আছে। কারণ তারাই ত নাকি সব করে। মাটী থেকে সোণা তোলে, কয়লা তোলে; পাহাড় কেটে, সমুদ্দুর ছেঁকে নুন আনে; চাষ করে পৃথিবীকে খাওয়ায়, কাপড় বুনে সকলের লজ্জা নিবারণ করে,—এমনি কত কি। আরও বলেছে কি জানিস লজ্জায় মরি আর কি। ভাল ফুল যেমন প্রকৃতির দান, সুন্দরী মেয়েরাও নাকি তাই। রাজারাজড়ার অধিকার নেই তাদের অন্তঃপুরে বন্দিনী করে রাখবার।

২য়। আরে চুপ্, চুপ্. চুপ্। ঘেন্নায় মরি। ওকে কিনা তোরা বলিস কবি। রাজনটীর বসন্ত উৎসবের দুটো গান বেঁধে দিলেই কবি হ'ল। কবি ছিল আমাদের কালিদাস, অশ্বঘোষ, বাল্মীকি, কি মহাভারতই লিখে গেছে তারা মাইরি, মনে কর দিকি ভীম কেমন বধ করেছিল কীচককে, ওই ত কবি, ওই ত লেখা, তা নয় তুই কবি, তুই কিনা গাইবি উল্টো।

১ম। ওই এক ধুয়ো ধরে ওঁরা আছেন আমরা তরুণ আমরা নব্য। ব্যস্ সাত খুন মাপ।

৪র্থ। তোরা মাইরি কিছু বুঝিস না।

১ম। বুঝে কাজ নেই বাবা, তোর বোঝা তোর মাথাতেই থাক! প্রণাম করে পাদকজল খাস ওই কাঞ্চন ঠাকুরের; আমরা শীঘ্র তোর একটা—

৪র্থ। সবই যদি তোরা অশ্লীল ভাবিস ত কি করি বল। জানিস মানুষকে এমনি চোখ দিয়ে দেখলে তার সবটা দেখা যায় না, অন্তর দিয়ে দেখতে হয়। অন্তর দিয়ে দেখলে যন্ত্র দিয়ে দেখার মত সব উল্টেপাল্টে যায়।

১ম। থাক বাবা তোর শাস্ত্র তোর কাছে। মোড়লের মেয়ের বর বোধ হয় এতক্ষণ এসে পড়ল। যাবি ত চল।

২য়। বর না এসে লুচিটা আমাদের এলেই চলবে ; চল আর বাজে বোকো না।

৩য়। খাতির আর কি, বর না এলে লুচি দিচ্ছে ওঁর পাতে।

৪র্থ। আঃ টানিসনে মাইরি।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

উদয়গিরির পর্ব্বত গুহা।

(মগধরাজ ও মলয় রাজ)

মগধ সৈনিক। মলয়রাজ! মগধরাজ সিংহবাহু আজ আপনার দ্বারে অতিথি।

মলয়রাজ। দূত। সে আমার পরম সৌভাগ্য। যাও তাঁকে এখানে সসম্মানে লয়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

(স্বগত) মগধরাজ সিংহবাহু আজ আমার দ্বারে অতিথি? একি? একি স্বপ্ন! হে তথাগত, অমিতাভ পরম পুরুষ বুদ্ধদেব, বল দাও, বল দাও প্রভু।

[সিংহবাহুর প্রবেশ]

সিংহবাহু। নমস্কার রাজন।

মলয়রাজ। নমস্কার। এমন অসময়ে কেন এলে রাজা।

সিংহবাহু। ব্যস্ত হ'য়োনা রাজন।

মলয়রাজ। এ ভিখারীর পথে কি কারণ এসেছো তুমি আজ মগধরাজ? আমাকে হত্যা করতে, বন্দী করে নিয়ে যেতে মগধের বন্দীশালায়, না ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক বলে অযাচিত অপমান করতে। বল, বল রাজা তুমি নিজে কেন এসেছো বল?

সিংহবাহু। কি কারণে তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করে এসেছো তার উত্তর গ্রহণে, রাজন।

মলয়রাজ। ওঃ শুধু এই কথা। মগধাধিপতি ভাই আমার, আমি যে শ্রীবুদ্ধের দাস, জীবন সঁপেছি তাঁরে। সে জীবন তোমায় কেমন করে দি' ভাই। আজ আমি পলাতক, বিশ্বের চোখে ভীরু

কাপুরুষ। কিন্তু রাজা যুদ্ধে কি আছে ভাই—আছে হত্যা, আর হত্যা, কারা বেশী হত্যা করতে পারে তারই প্রতিযোগিতা, যাও রাজা ফিরে যাও, রাজ্য পড়ে আছে প্রজারঞ্জন কর গিয়ে। যুদ্ধ কেন কর বন্ধু, হিংসা কেন আন কেনই বা কর অযথা রক্তপাত। জান নাকি রাজা গৌতম একদিন কত কেঁদে ছিলেন রক্ত দেখে। যাও রাজা ফিরে যাও।

সিংহবাহু। তবে একি সত্য মহারাজ অন্তরের কোন সাড়া পাও নি তুমি যুদ্ধ করবার। অন্তর তোমার কি বলে ছিল রাজন?

মলয়রাজ। অন্তর আমার কি বলেছিল জান রাজা, জন্ম-জন্মান্তর চলেছে অনন্তকাল ধরে। তারই মাঝে ক্ষণিক আমাদের এই জীবন যেন এক একটী বিলাস বিভ্রম। কিন্তু তবুও এ আমাদের বিধাতার দেওয়া অজ্ঞাত এক সুযোগ, এ জীবন যদি আমরা অপব্যয় করি তবে জেনো আমরা হব অপরাধী। নির্ব্বাণ লাভ আমাদের ক্রমেই হ'য়ে উঠবে দুর্লভ। তারপর শোন রাজা। যখনই ভাবি যুদ্ধের কথা তখনই কেবল যেন শুনতে পাই আর্ত্তনাদ আর হা-হা-কার, যারা মরে যায়, তারা বেঁচে যায়। যারা ফিরে আসে বেঁচে তারা মরে অনাহারে, মরে রোগে, মরে শোকে। কিন্তু আমি তাদের রাজা, আমি তাদের কতটুকু সেবা দিতে পারি, কেউ আমার জন্যে হাত দিয়েছে, কেউ ভাই দিয়েছে, নয়ত বা কেউ ফিরে এসে দেখেছে তার গ্রাম বিপক্ষদল পুড়িয়ে দিয়েছে ছারখার করে। তার সুখের সংসার এ পৃথিবী ছেড়ে গেছে যেন অজানা ওই মঙ্গল গ্রহে। কত অভিশাপ কত দীর্ঘশ্বাস বহন করতে হয় বলত রাজা স্বর্ণময় ওই রাজমুকুটের নীচে? কাজ কি ভাই, রাজ্য তুমি চাও, রাজ্য লহ গিয়ে। কেবল একটী অনুরোধ—তোমার প্রজাদের তোমার সন্তানের মত দেখো সম্পূর্ণ আপন করে, দেখো তাদের হাসিকান্না, দেখো তাদের জীবন-মরণ।

সিংহবাহু। তোমায় এ কি ধর্ম্ম রাজা ?

মলয়রাজ। এ আমার ত্যাগ-ধর্ম্ম রাজন—এ শুধু নিজের ভোগজবৃত্তির যৎকিঞ্চিৎ কিছু দেওয়া নয়। নিজের সব কিছু দেওয়া।

সিংহবাহু। ধন্য, ধন্য মলয়রাজ। সত্যই তুমি আমায় পরাজিত করেছো। মলয়রাজ! আমার একটী কথা রাখবে ভাই।

মলয়রাজ। কি বন্ধু।

মগধরাজ। মলয়রাজ! আমার ইচ্ছা হয় আমি তোমার সাথী হই। নেবে ভাই তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত করে। সত্যই ত—কেন আমরা অকারণ বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি ক্ষয় করি। কেন আমরা অকারণ জগতের শান্তি হরণ করি। বাঁচবার জন্যে যদি অর্থ জমানো হয় ত আমরা কেন সকলে মিলে সকলে বাঁচবার মত অর্থ সকলের হ'য়ে জমা করি না এক পবিত্র নাম নিয়ে। রাজা তুমি কি বল।

মলয়রাজ। আমিও বলি তাই। যুদ্ধ তখনই মানবের প্রয়োজন যখন তার কাছে জীবনের বাঁচাটাই সব চেয়ে বড়। আর এই বাঁচার পথে যা বাধার সৃষ্টি করে তাই হ'ল পাপ। এই বাঁচা যে কি আর জীবনের বাধা যে কি—তারই মানে লোকে সব সময় ঠিক কর্ত্তে পারে না, তাই জগতে আর এক জাতের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আমার কি মনে হয় জান রাজা। মানবের এই সভ্যতার বিকাশ বন্যার জলের মত ক্রমবর্দ্ধমান অবস্থায় চলে যুগ যুগ ধরে ; কত চর, কত বেলাভূমি ভেঙ্গে চুরে চুরমার করে। তারপর তাতে আসে একটা নিস্তব্ধ নিথর ভাব। যেখানে হয় সৃষ্টি, যেখানে হয় লীলা। ক্রমে দিন যায় মানুষ অতিষ্ট হ'য়ে ওঠে। নূতন সৃষ্টির বন্যা আসে পুরাতনের জড়তা ভেদ করে। সৃষ্টি চলে মানুষ এগিয়ে যায়। এই নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থলে জন্ম হয় মহা মানবের। আমার বুদ্ধ, আমার প্রাণের ঠাকুর জেনো রাজা ওই মহা মানবদেরই একজন। এমনি কত বুদ্ধ, এমনি কত গৌতম

আসবে কোনো ভবিষ্যতের কক্ষ থেকে নূতন নাম নিয়ে, নূতন যুগোপযোগী বাণী নিয়ে যুগে যুগে। ভবিষ্য মানব হয়ত তাঁকে সেদিন ঠিক এমনি ভাবে পূজো করবে না, কিন্তু জেনো রাজা পূজো তারা করবেই, তা যে ভাবেই হ'ক।

সিংহবাহু। রাজন, আমাকে আজ তোমাব মন্ত্রেই দীক্ষিত কর রাজন!

মলয়রাজ। জয়তু বুদ্ধায়। জয়তু শাক্যসিংহায। চল রাজা চল। ওই নয়ন-রঞ্জন সৌম্য-মূর্ত্তি দরশন করে জীবন সার্থক কর। তাবপব দেশে ফিরে যাও। গ্রামে গ্রামে সঙ্ঘ স্থাপন কর। গৌতম বুদ্ধের বাণী প্রচার কব দেশে, দিকে দিকে আলোব বন্যা আনো তমসাচ্ছন্ন জীবের মাঝে। যেমন করে সুমেরু শিখব হ'তে প্রভাত সূর্য্য বয়ে আনে আলোর হিল্লোল বনে বনান্তরে। হিংসা ভুলে রক্তপাত নিবারণ ক'রে সকলকে সমান চোখে দেখে প্রকৃত রাজার কাজ কর। মহারাজ অশোক একদিন যেমন কবেছিলেন, রাজা কণিষ্কদেব যেমন করেছিলেন রাজর্ষির মত রাজত্ব। বল রাজা প্রাণ খুলে বল—

বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং স্মরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং স্মরণং গচ্ছামি।

সিংহবাহু। বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং স্মরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং স্মরণং গচ্ছামি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

মগধের গ্রাম পথ।

(গ্রামবাসিগণ)

১ম। ওরে একি হ'লরে একি হ'ল?

২য়। কেনরে কি হ'ল আবার।

১ম। ঐ আমাদের রাজা সিংহবাহুর কথা বলছি। রাজা গেলেন মলয়রাজকে বন্দী করতে আর শেষে কিনা নিজেই বন্দী হ'য়ে এলেন।

৩য়। বন্দী কি রকম?

১ম। ওকে বন্দীই ত বলে হে। সোমত্ত রাজাটা শেষে কিনা সন্ন্যাসী হ'য়ে এলো। কি মায়াই জানে ওই বুড়ো মলয়রাজ।

৪র্থ। যা বলেছিস ভাই। কোথায় আমরা সূর্য্য উপাসক যিনি হচ্ছেন ব্রহ্মার আদি পিতা; এখন কিনা সেই সূর্য্যের পূজা বন্ধ। মগধের রাজধানী যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সূর্য্য-মন্দির—সেখানে কিনা হবে বৌদ্ধমঠ। যত সব পীতাম্বর বৈরিগির দল সেখানে বসাবে পাঠশালা। বাবা! এই চোখ দিয়েই তা দেখতে হ'বে।

২য়। হাঁরে আসছে সূর্য্য-গ্রহণের সময় আমাদের মার্ত্তণ্ডের মেলা বসবে না বল।

১ম। হাঁ। সূর্য্যই থাকবে না তার আবার গ্রহণ।

৩য়। আমার কিন্তু ভাই ওসব মোটেই পছন্দ হয় না। ছেলেটার অসুখে মা মহামায়ার কাছে বলি মানসিক করেছিলাম, তা রাজা যা ঢাঁড়া দিয়েছে শুনেছিস্ ত! বলে কিনা যে বলি দেবে তার

নির্ব্বাসন। শুনে যাই আর কি। মা মহামায়া আবার কিছু বিপদ না ঘটালে বাঁচি।

৪র্থ। যা বলেছিস ভাই। সেবার মামাদের বলির ওই রকম কি একটা বাধা পড়ে মানসিক আর দেওয়া হ'ল না। তারপর সব মামা কটাই একে একে যক্ষ্মা রোগে মরল।

৩য়। তা যেন না হয় ভাই। মাকে দিনরাত ডাকছি মনে মনে। মা সন্তানের দোষ নিও না মা। দোষ আমার নেই, রাজার আজ্ঞা। তুমি ত সবই জানো মা, দোষ রাজার আমার নয়।

৪র্থ। হাঁরে শুনছি নাকি সকলকে রাজার বুদ্ধ্ ধর্ম্ম নিতে হবে।

২য়। হাঁ নিচ্ছে। বয়ে গেছে নেবার জন্যে, যারা রাজার বড় বড় কর্ম্মচারী তারাই নেবেখন রাজার রাজ-প্রাসাদ লাভের আশায়। দেখিস আমরা যেমন আছি তেমনিই থাকবো।

৪র্থ। সে হচ্ছে না বাবা! রাজা চীন জাপানে লোক পাঠিয়েছে, ইরাণ তুরাণে লোক পাঠিয়েছে আর নিজের রাজ্যে লোক পাঠাবে না নিজের ধর্ম্ম প্রচার করতে?

৩য়। আচ্ছা গো পাঠাক না দেখি। ওদের বুদ্ধ্ ঠাকুর কেমন বসন্ত মহামারী সারায় দেখি। তখন বাবা, রাজাকেই শীতলা মহামায়ার স্মরণ দিতে হবেই হবে।

২য়! ওহে মিতে শুনছি নাকি রাজকুমারী মেঘমালা যাচ্ছেন শ্যামদেশে বুদ্ধদেবের নখচুল নিয়ে।

১ম। রাজকুমারী না হাতি। সে ত যাচ্ছে শঙ্খকুমার।

৪র্থ। শঙ্খকুমার আবার কে হে?

১ম। বাঃ! সিন্ধুদেশের যুবরাজ, তা জানিস না বুঝি, সে যে আমাদের মগধরাজের মাসতুতো ভায়ের খুড়তুতো ভাইএর বড় ছেলে।

২য়। তারাও বুদ্ধ্ নাকি?

৩য়। ঐ আস্‌ছে শ্রমণের দল।

(নেপথ্যে)— নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরা
নমো নমো গৌতমায় চন্দনায়
নমো নমো নস্ত গুণন্নারায়
নমো নমো সাকিয় নন্দনায়।

ওঁ নমো ত্রয়ায় বোধিসত্বায়, মহাসত্বায় মহাকার নিরাকারায়।

৪র্থ। আমার ভাই ওদের স্তবটা বড় ভাল লাগে।

৩য়। ওরা কি আমাদের নেবে ওদের দলে।

২য়। তবে ওরা কি চাহ বুদ্ধু। যদি জাতই মানবে, ইতর ভদ্রের তফাৎ করবে তবে আমাদের সাথে আর তফাৎ? দেখিসনি হিন্দুস্থানের যত নিচু জাতগুলোই আগে বুদ্ধু হয়েছে।

১ম। ঠিক ওই জন্যই তারা বুদ্ধ হয়নি হে, তার অন্য কারণ আছে জান। যেখানকার রাজারা সব বিদেশী শক্তিশালী শক, হুণ এই সব তাতারবাসী, তাদের না ছিল একটা নিজেদের ভাল ধর্ম্ম না ছিল একটা বড় কৃষ্টি, ভারতে এসে প্রথমেই তারা তাই হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে, কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রাধান্য দেখে তাদের হটে যেতে হ'ল।

২য়। ঠিক বলেছিস ভাই, আমারও তাই মনে হয় ভারতে বাস করতে গেলে ভারতের একটা ধর্ম্ম ত তাদের নেওয়া চাই, তাই বোধ হয় তারা বুদ্ধধর্ম্ম নিল আর সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ হ'ল, তবে এটা ঠিক—বৌদ্ধদের এটা আছে—ধর্ম্মে সকলের সমান অধিকার।

৪র্থ। আর আমাদের খালি তুই ছোট আমি বড়, আমার বংশ ভৃগুর, শাস্ত্রখানি আমাদের জন্য,—এই সব। কি বলিস, আরে বাবা এই নিয়ে কি আর ধর্ম্ম চলে না রাজ্য চলে।

২য়। ঠাকুর কি ভাই কারুর জন্যে আলাদা হয়। ঠাকুর ঠাকুরই, সকলেরই ঠাকুর।

৪র্থ। এক এক বার মনে হয় সারা ভারতটা যদি বৌদ্ধ হ'য়ে যেতো ত আজ বেশ হ'ত।

৩য়। আমাদের নিজেদের দোষেই তা কিন্তু হ'য়ে যেতে পারে ভাই।

[গানের দলের প্রবেশ।]

গান

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদ পংসু ওমং
বুদ্ধো যে খপিত দোসো ; বুদ্ধো খমতু তং মম।
বুদ্ধো খমতু তং মম, বুদ্ধো ক্ষমতু তং মম।

(সকলে পিছু পিছু চলিল)

~~দ্বিতীয় দৃশ্য~~।

(রাজা ও রাণী)

রাণী। মহারাজ! শুনছি নাকি মেঘমালা যাচ্ছেন শ্যামরাজ্যে ভগবান বুদ্ধের পাদপদ্ম নিয়ে।

রাজা। হাঁ মহারাণী, সে ত নিজেই সকলকে তাই বলে বেড়াচ্ছে। আর্য্যা গোপা, গৌতমী, সংঘমিত্রা নাকি তার আদর্শ।

রাণী। মহারাজ!

রাজা। কি অলকা।

রাণী। নাথ! সে যে শুনি অনেক দূরের পথ, সমুদ্র পথে যেতে হয় অনেক দিন ধরে।

রাজা। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের আদেশ যে অলকা। জাতকে কি লেখা আছে জানো? রাজার একমাত্র কন্যা সন্ন্যাস নিয়ে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে যত্নবতী হবেন তখনই মহা নির্ব্বাণ মানবের সুলভ হবে। ভয় কি অলকা। পণ্ডিতবর শীলভদ্র যাবেন, উপাধ্যায় যাবেন, আরও কত শ্রমণ শাক্যপুত্র কত বৌদ্ধ ভিক্ষু যাবে তাদের সঙ্গে তা ছাড়া আমাদের শঙ্খপাণি যাবেন ওই দলের প্রচারক হ'য়ে।

রাণী। মহারাজ!

রাজা। ছিঃ অলকা। এ যে ধর্ম্মের কাজ, ভগবান বুদ্ধের কাজ। ধর্ম্ম-প্রচার অভিলাষিণীর শুভ সঙ্কল্পে বাধা কোন্ প্রাণে দি, অলকা। কাতর হয়ো না রাণী, কন্যা আমাদের শ্রীবুদ্ধেরই দান। তাঁর কাজে ও আজ যাবে—এ ত আমাদের পরম সৌভাগ্য, অলকা।

রাণী। কবে ওরা ফিরবে মহারাজ!

রাজা। কাজ সমাধান করে ফিরতে বোধ হয় ওদের অনেক

দিনই লাগবে। তাতে কি এসে যায় রাণি! ওই শোন অলকা ভগবানের আরতি শঙ্খ বেজে উঠেছে।

রাণী। চল না মহারাজ আমরাও যাই ওদের সঙ্গে।

রাজা। ছিঃ, ছিঃ অলকা। তুমি যে এ রাজ্যের রাণী। সঙ্ঘের মাতৃরূপা মূর্ত্তিময়ী জননী। তুমি গেলে এরা সব মাতৃহারা হবে। চল —ওই শোন গান—জীবন ভরিয়ে ওই সুর—

(অন্তরালে)

গান

আয়রে ওরে আয়! পূজার বেলা যায়।
ওরে আয়, ওরে আয়; আয়, আয় আয়॥

দিনের শেষে ক্লান্ত রবি
আপনি আঁকে আপন ছবি
আলোর পাগল আলোর ঠাকুর
আলোর দেশে যায়। ওরে আয়; ওরে আয়; ওরে আয়,
প্রাণের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আয়॥

রাতের দেশের সন্ধ্যা নামে
সাঁজ তারাটীর লজ্জা থামে
ছায়া পথের পথে পথে
নীরবতা ধায়। ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়,
যেমন আসিস তেমনি চলে আয়॥

আরতির আজ আলোর তুলি
সকল কাজল নিচ্ছে তুলি
সেই আলোকের পুণ্য আলোয়
জীবন ভরে যায়। ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়
দেবতা আজ ডাকছে তোদের এগিয়ে চলে আয়॥

~~তৃতীয় দৃশ্য~~

সমুদ্র বক্ষে।

(শ্যামদেশগামী মেঘমালা ও শঙ্খকুমার)

মেঘ। দেখ, দেখ কুমার, তোমার জন্যে আজ কি এনেছি।

শঙ্খ। তাইত ; এ ডাঙ্গার দেশের ফুল তুমি জলের দেশে পেলে কি করে ?

মেঘ। আমার গাছে যে আজ ফুটেছে, শুধু তোমার জন্যেই ফুটেছে।

শঙ্খ। কি যে বল মেঘমালা তার ঠিক নেই। তোমার গাছ? কোথায় পেলে তাকে এ জলের মাঝে ?

মেঘ। সঙ্গে করে বহে এনেছি কুমার, নির্ঝরিণী যেমন করে বয়ে আনে উপলখণ্ড সমতল দেশে। মনে আছে রাজকুমার যেদিন প্রথম তুমি গিয়েছিলে মগধের রাজ-কাননে সেদিন আমি তোমাকে বলেছিলাম—সবচেয়ে কোন্ ফুল তুমি ভালবাস, রাজকুমার। তুমি বলেছিলে রজনীগন্ধা, মনে নেই ! নিষ্ঠুর প্রহরী তখন এসে বলেছিল সিন্ধুদেশের দূত যুবরাজের অপেক্ষায় বাহিরে রথ নিয়ে প্রস্তুত। তুমি চঞ্চল হ'য়ে উঠলে, ব্যস্ত হ'য়ে চলে গেলে। ফুল তোমার সেদিন লওয়া আর হয়নি, আমারও আর সেই থেকে দেওয়া হ'য়ে ওঠেনি।

শঙ্খ। ধন্য ধন্য তোমার স্মরণ রাজকুমারী।

মেঘ। তোমার কক্ষে আসবার সময় বাহিরে এক জিনিষ দেখে এসেছি দেখবে চল। কি যে কর সারাদিন তার ঠিক নেই। কেবল পড়া আর পড়া। পুঁথি আর পুঁথি।

শঙ্খ। শ্যামদেশের ভাষাটা ভাল করে না শিখে কি করে সেদেশে যাই বল।

মেঘ। কৈ তুমি ত আমায় খুব পড়ালে হিল্লী জাতক? মগধ থেকে আসবার সময় তুমি ত কত কথাই বলেছিলে—গল্প করে বুঝিয়ে দেবে আমায় হিন্দুদের পৌত্তলিকতা, চৈনিক স্থাপত্য, মিশরীয় বিজ্ঞান তারপর আরও কত কি যেমন ধর—কেমন করে গজিয়ে ওঠে প্রবাল দ্বীপ নীল সমুদ্রের মাঝখানে, সৌর-জগতের আপেক্ষিকতা প্রথম কবে মানুষ নির্ণয় করেছিল। পৃথিবীর চুম্বক শক্তির পরিমাণ কত, মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশ এমনি কত কি। কিন্তু কোথায় গেল তোমার সেই সব প্রতিশ্রুতির কথা!

শঙ্খ। ওঃ এই কথা।

মেঘ। মার কাছ থেকে আসবার সময় কতই না তুমি বলেছিলে, মিথ্যুক।

শঙ্খ। বেশ, কাল থেকেই আরম্ভ কর।

মে। না থাক। শ্যামের ভাষাতত্ত্বের তা হ'লে ব্যাঘাত হবে। তুমি আসবে বলেই ত আমার এত দূরে আসা! তা না হ'লে কে আসত এই অসবুজের রাজ্যে।

শ। কেন, এত নীল, পরিপূর্ণ নীল তোমায় আনন্দ দেয় না।

মে। না। এর মৌনতা আমার অসহ্য, এর চাঞ্চল্য আমার বিভীষিকা। যখন দেখি যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল জল আর জল তখন মনে হয় এ যেন আমার দুঃস্বপ্ন, মৃত্যু বিভীষিকা। কিন্তু তার মাঝে যখন আবার তোমায় দেখি তখন মনে হয় যৌবন আমার সুপ্ত নয় সে জাগ্রত সে মুখর।

শ। শ্যাম দেশে প্রথম নেমে তাদের রাজার কাছে কি বলবো

তার একটা [illegible]লিপি করেছি শুনবে? শোনো একটু। [একটী পুঁথি টানিয়া—

মহামানবের বংশধর আমরা। সকলে আমরা ভাই ভাই। কেবল অন্নের লোভে, মিষ্ট জলের আশায় আমরা আজ পৃথক পৃথক স্থানে বাস করি। দিন চলে যায়। নূতন সংস্কার গড়ে ওঠে ভাইকে ভাই বলে চিন্তে পারি না ভুলে যাই। কাছে এলে ভাবি. এ আমার অন্নের ভাগ নিতে এসেছে আমার শত্রু হয়ে। ভগবান বুদ্ধ আজ আমাদের পাঠিয়েছেন বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে। ভাইকে ভাই বলে চিনে নিতে—

মে। থাক্ থাক্ রাজকুমার। শ্যামে গিয়েই তোমার মুখ থেকে ওই কথা শুনব। এখন চল একবার বাহিরে। দেখবে চল সেখানে কি হ'চ্ছে। মেঘে মেঘে ঢেকে ফেলেছে আকাশ, সুমুদ্র যেন ভয়ে কাঁপছে তার শাসনের প্রতীক্ষায়!—চল দেখবে চল। ফুরিয়ে গেলে আপশোষ হ'বে। চল কুমার চল

শ। আচ্ছা চল।

মে। ওই দেখ মেঘ কাল ঘোর কাল।

শ। তাইত। এ যে নববর্ষার সজ্জার ধূম পড়ে গেছে ওই আকাশে।

মে। দেখ মেঘে মেঘে তৈরী হ'চ্ছে কত ছবি। মনে হ'চ্ছে যেন একটা ধূম্র পাহাড় উপর থেকে ঢোলে পড়ছে নীচে। কি হাওয়া দেখছো, ওড়ার যদি পাখা থাকত মেঘেদের কানে কানে বলে আসতুম—সুমুদ্দুরকে তারা যেন আজ হারিয়ে দেয়।

শ। সত্যই মেঘমালা কৌতুকময়ী ওই মেঘ। তার চেয়ে মনে হয় কৌতুকময়ী তুমি। কে তোমার নামকরণ করেছিল জানি না কিন্তু তার নামকরণ সার্থক হ'য়েছে।

মে। কি রকম ?

শ। দেখছ না ওই যে মেঘ ওর নীচের দিকটায় জল ধরেছে স্তবকে স্তবকে কিন্তু ওর উপর দিকটা যেন পুড়ে ঝল্‌সে যাচ্ছে সূর্য্য কিরণে।

মে। আর একটা জিনিষ তুমি দেখনি কুমার সেটা মেঘের বুকের আগুন।

শ। সময় হ'লে দেখব বই কি। জাহাজ আজ বড় দুলছে, অত ধারের দিকে যেও না।

মে। আচ্ছা কুমার একটা কথার উত্তর দেবে আজ।

শ। কি কথা কুমারি!

মে। দেখ সত্যি যদি আজ এই দোলনে আমি পড়ে যাই; ডুবে যাই অতল তলে তলিয়ে। তবে তুমি কি কর কুমার?

শ। কি যে বাজে ব'ক। সরে এসো।

মে। না; সত্যি করে বল কুমার তা হ'লে তুমি কি কর। ওই দেখ ওই পুঞ্জীভূত মেঘ, কালবৈশাখীর নৃত্য সহচরী আমায় ডাকছে।

শ। তাহালে আমাকেও ডুবতে হবে তোমার সঙ্গে।

মে। আচ্ছা কুমার তোমাকেও কেন ডুবতে হবে বল না ?

শ। কারণ তোমার মায়ের কাছে বলে এসেছি তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব তাই—

মে। শুধু এই আর কিছু নয় ?

শ। হাঁ শুধু এই, আর কি আবার।

মে। ওঃ! শঙ্খকুমার। তোমায় ডুবতে হবে না কিছুতেই ডুবতে হবে না……………তার চেয়ে কেন বল না কুমার ডুববো একশো বার ডুববো সে মেঘমালা ডুবছে বলে। প্রতিশ্রুতির জন্যে

নয়, স্বার্থপরতার কলঙ্ক ভয় নয় সে শুধু মেঘমালার জন্যে।······ পারবে না, পারবে না [illegible] কৃষ্ণপক্ষের চাঁদকে রোজ জমাট অন্ধকার ভেদ করে উঠতে হয়, তাই সে প্রত্যহ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে থাকে আর শুক্লপক্ষের চাঁদ, সে আসে গোধূলির পরিচয়পত্র হাতে। তার কাজ অনেক সোজা তাই বোধ হয় সে পুষ্ট হয় শশী কলায়। ভিতব থেকে আমি যেন শুনতে পাচ্ছি সে গোধূলির লগ্ন আগত প্রায়। বল বল কুমার, কথা কয়ে বল, ডুবব শতবার ডুবব—শুধু মেঘমালাকে খুঁজতে আর কিছু নয়।

শ। চঞ্চল হ'য়ো না কুমারী।

মে। জান কুমার, সমুদ্রের উপরি ভাগে উত্তাল তরঙ্গমালা দামাল নৃত্য করে কিন্তু তার অন্তরতম প্রদেশে চিরশান্তি বিরাজমান। আমার উপরের চাঞ্চল্যে স্তব্ধ হয়ো না কুমার, জেনো এর অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে আছে নারীর শাশ্বত নারীত্ব—অচঞ্চল মাতৃত্ব।

শ। আচ্ছা তাই হবে কুমারী তাই হ'বে। শঙ্খকুমার ডুববে আজ মেঘমালার জন্যে। এখন চল প্রিয় কক্ষে চল।

মে। ওঃ কি আনন্দ! কি আনন্দ! কি আনন্দ! কুমার আজ তোমায় জয় করেছি। কেড়ে নিয়েছি বিশ্বের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আপন করে। আজ কেবল তুমি আর আমি। যেদিকে চাই দেখি কেবল তুমি আর আমি। আমি আর তুমি।

শ। আচ্ছা বেশ তাই—চুপ কর কুমারী।

মে। চুপ করবার দিন আজ নয় কুমার। জগতকে জানিয়ে দেবার দিন আজ। আজ আমি মুখরা চপলা চঞ্চলা—অন্তর সত্যি আজ আমার এগিয়ে চলেছে ওই মেঘের মত তোমাকে ঢেকে ফেলতে। তারপর ওরই মত নিজেকে একেবারে নিঃশেষিত করে ফেলতে বর্ষণে।

শ। বৃষ্টি এলো চল ভিতরে যাই।

মে। চল যাই।

চতুর্থ দৃশ্য।

সঙ্ঘের প্রান্তর।

(সোমদত্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও দেবদত্ত)

[নেপথ্যে—ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে নমো ধর্ম্মায় তারণে নমঃ সঙ্ঘায় মহত্তমায় নমঃ।]

সোমদত্ত। সমুদ্রগুপ্ত শোন শোন।

সমুদ্রগুপ্ত। কিরে, কি বলছিস্।

সোম। দেখ ভাই আমি আস্‌ছিলাম উপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দের কুটিরের পাশ দিয়ে। শুনতে পেলাম আচার্য্য শিলাদিত্য শ্যাম দেশ থেকে বন্দিনী করে পাঠিয়েছেন রাজকুমারী মেঘমালাকে আর সিন্ধু রাজ কুমার শঙ্খকুমারকে।

সমুদ্র। কেন ভাই!

সোম। জানি না। তারা নাকি আমাদের সঙ্ঘের কি একটা নিয়ম লঙ্ঘন করেছে তাই। উপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দ তাদের নাকি কাল বিচার করবেন

সমুদ্র। কি নিয়ম ভাই?

সোম। কিছুই বুঝি না ভাই। ওই দেবদত্তদা আসছে ওকে জিজ্ঞাসা করা যাক্ ও যদি কিছু জানে।

দুজনে। দেবদত্তদা, দেবদত্তদা শোনো।

দেবদত্ত। কেন রে।

সমুদ্র। আচ্ছা দেবদত্তদা কাল রাজকুমারী মেঘমালা আর রাজকুমার শঙ্খকুমারের কিসের বিচার হবে দেবদত্তদা?

দেব। তোরা এ খবর কি করে জান্‌লি?

সমুদ্র। সোমদত্ত শুনেছে উপাধ্যায়ের কুটিরের পাশ থেকে।

শুনলাম তুমিও ওখানে ছিলে। বল না দেবদত্তদা, কি অপরাধে অপরাধী ওরা। আমাদের সঙ্ঘের ।ক ।নয়ম [illegible]ছে।

দেব। কাল বিচার হবে তখন শুনিস্। আমায় আজ যেতে হ'বে এখনি বিলাসপুরের বিহারে।

তুজনে। কাল নয়। আজই বল।

দেব। ছাড় না ভাই।

সুমুদ্র। না ছাড়ব না। তোমাকে বলতেই হবে।

দেব। শোন। রাজকুমারী মেঘমালার গর্ভে শঙ্খকুমারের এক পুত্র জন্মেছে। তাই তাদের কাল বিচার। মহারাজ সিংহবাহু বিচার করবেন। আমি এখন চললুম আমাদের সকল সঙ্ঘে বিচার শোনবার জন্যে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে।

সুমুদ্র। বেশ ত ভাই আমাদের রাজার ছেলে নেই রাজার নাতিই রাজা হবে।

সোম। আচ্ছা দেবদত্তদা, এতে আমাদের সঙ্ঘের কি নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে। ছেলে ত সকলেরই হয়। তা ওদের ছেলে হ'য়েছে বলে আবার বিচার কি!

দেব। দূর পাগলা। আমরা যে বৌদ্ধ ভিক্ষুক রে, আমরা কি গৃহী? বিশ্বশুদ্ধ লোক চেয়ে আছে আমাদের চরিত্রের খুটিনাটির দিকে। ব্রহ্মচর্য্যে শৈথিল্য তাই লোকচোখে আজ আমাদের মহাপাপ। তোরা জানিস না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে এইভাবে যাওয়াটাই আমাদের মহান করে তুলবে এই বিশ্বমানবের ধারণা। এতে সুখ নেই এতে আছে তৃপ্তি। তোরা বড় হ—সব বুঝবি। বৌদ্ধ ত্রিপিটক যখন পড়বি তখন সব জানতে পারবি।

সোম। ত্রিপিটকের নাম শুনি, কিন্তু ত্রিপিটক কি ভাই?

দেব। সময় নেই যে, ছাড়।

সোম। [illegible] যেতেই হবে।

দেব। শোন, নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হতে হলে প্রত্যেক মানুষকে পঞ্চশীল পালন করতে হবে; মানে—জীবহিংসা, চৌর্য্য, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন ও মদ্য পান হতে বিরত হয়ে জীবন পবিত্র করতে হবে। তারপর এইগুলির দ্বারা নৈতিক উৎকর্ষ সাধিত হ'লে মানবকে অষ্টাঙ্গ পথে অগ্রসর হ'তে হবে অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি, চিন্তা, সাধু জীবন, স্মৃতি ও ধ্যান অবলম্বন করিতে হইবে। সাধারণ গৃহী মাত্রকেই এই পঞ্চশীল পালন করতে হয়। আর সংসারত্যাগী ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের জন্যে বুদ্ধ কঠোর বিধির ব্যবস্থা করে গেছেন, তাদের বিবাহ করতে নেই, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করতে নেই সংযমী হ'তে হয়। বিশ্ব মানবের আদর্শ হ'তে হয়। এসব না করলে সঙ্ঘের কাছে আমাদের অপরাধী হ'তে হয়, সাজা নিতে হয়। এমন কি নির্ব্বাসনে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়। এই বিনয়, সুত্র বা বুদ্ধ বচনগুলি ও অভিধর্ম্ম বা দার্শনিক মতবাদ এই তিনটী লইয়া [illegible] ত্রিপিটক গঠিত।

সমুদ্র। কাল কোথায় বিচার হবে?

সোম। কে কে আসবে?

দেব। ছাড়, ছাড় তোরা। আমাদের মঠের বোধিদ্রুম তলায় কাল বিকালে। আর আসবে? আমাদের সকল মঠের ছাত্র ছাত্রী, অধ্যাপকগণ আর সমুদয় রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ যেমন আমাদের পুরোহিত, অর্থধর্ম্মানুপাসক, সর্ব্বার্থচিন্তক, রজ্জুক, শ্রেষ্ঠি, দ্রোণমাতৃ, হিরণ্যক, সারথি, দৌবারিক, গজাচার্য্য, বলি-প্রতি গ্রাহক, গ্রামভোজক প্রভৃতি সব।

সমুদ্র। আমরাও যাব ত।

দেব। হাঁ হাঁ। [প্রস্থান।

সমুদ্র। [illegible] জননী মঞ্জুশ্রীর গৃহে আজ আমি এক শিশু পুত্র দেখেছি। বোধ হয় সেই রাজকুমারী মেঘমালার তনয়। [illegible] দেখতে ; পরিষ্কার রাজপুত্তুরের মত দেখতে।

সোম। কি করে জানলি সেই মেঘমালার পুত্র।

সমুদ্র। আমি আচার্য্যানীকে শুধালাম দেবী এ কার নন্দন। তিনি বললেন—একে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি এ আমাদের বিধাতার দান। এ আমাদের আশ্রমের সবাকার পুত্র।

সোম। চল না দেখে আসি।

সমুদ্র। আচ্ছা কারুকে আর ডাকিসনি। আমরা তুজনে একলা যাব কিন্তু।

সোম। আমি এতই কি বোকা, যে পাড়া মাৎ করবো এই খবর নিয়ে।

সমুদ্র। আচ্ছা দাঁড়া আমি সাজিটা নিয়ে আসি।

সোম। আমিও যাই।

[নেপথ্যে—নত্থিমে স্মরণং অগ্র এবং বুদ্ধো [illegible]

স্মরণং বরং

এ তেন সচ্চ রজ্জেন হোতু মে জয় মঙ্গল।]

বিচার সভা।

[সঙ্ঘের যতসব শ্রমণ ভিক্ষু, ছাত্র, উপাধ্যায়, রাজকর্ম্মচারীসকল,
মৃগাসনে রাজা ও রাণী, স্বর্ণ শৃঙ্খলে মেঘমালা ও শঙ্খপাণি।
মলয়রাজ, মন্ত্রী, প্রহরী, কাঞ্চন,
আরও অনেক দর্শক।]

রাজা সিংহবাহু। রাজকুমার শঙ্খপাণি! তোমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ তা সত্য ?

শঙ্খপানি। সত্য মহারাজ।

রাজা। রাজকুমারী মেঘমালা তোমারও কি ওই উত্তর।

মেঘমালা। হাঁ মহারাজ।

রাজা। হে সভাসদগণ, এরা আমাদের সঙ্ঘের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। ভগবান [illegible] কাছে অপরাধী করেছে আমাদের। এদের শাস্তি পাতালপুরে নির্ব্বাসন। মন্ত্রী, পাতালপুরের অবস্থা এদের জানিয়ে দাও আমাদের সকলের হ'য়ে।

মন্ত্রী। রাজকুমার শঙ্খপাণি, জননী মেঘমালা, রাজ আজ্ঞায় আমি তোমাদের পাতালপুরের ব্যবস্থা জানাচ্ছি মা, সন্তানের অপরাধ নিও না মা।

পাতালপুরী মগধ রাজবংশের উদ্ভট এক কারাগার। অন্ধকার যমপুরী। সূর্য্য নেই, চন্দ্র নেই, আলোর একটা কণা পর্য্যন্ত নেই ঘোর অন্ধকার। দিনান্তে একবার মাত্র আমাদের রাজ প্রহরী তোমাদের জীবন ধারণের জন্য কিছু খাদ্য আর পানীয় দিয়ে আসবে। মানুষের মুখ আর জনমে যে দেখতে পাবে না মাগো (কাঁদিয়া) নিষ্ঠুর

রাজাদের নিষ্ঠুর কীর্তি মা। ক্ষমা কোরো, ক্ষমা কোরো, ক্ষমা কোরো জননী। এ মুখ দিয়ে তোমায় ও কথা শোনাবার আগে এ মুখ আমার কেন মূক হ'য়ে গেল না। ওঃ ভগবান বুদ্ধ, তোমার এ কি বিচার দেব!

রাজা। রাজকুমারী, তোমার কিছু প্রার্থনা আছে রাজ দরবারে।

মেঘ। রাজা। পিতা। আমার পুত্র আমার জারজ সন্তান কোনদিন যেন না জানতে পারে যে তার প্রকৃত পিতা, তাঁর গর্ভধারিণী জননী, আজও বেঁচে আছে মগধের পাতাল পুরে অপরাধিনী হয়ে। আমার ভয় হয় মহারাজ সেইদিন এলে হয়ত আমরা আমাদের ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনার আদেশ লঙ্ঘন করে ফেলব। ভগবান বুদ্ধের কাছে আরও পাতকী হয়ে দাঁড়াব।

রাজা। আচ্ছা তাই হবে কুমারী। পৃথিবীর কেউ তোমার সন্তানকে জানাবে না যে তার মাতা তার পিতা আজও জীবিত। সিন্ধু যুবরাজ শঙ্খকুমার, তোমার কিছু প্রার্থনা আছে?

শঙ্খ। মহারাজ শুধু এই আদেশ করুন মগধের পাতাল পুরে আমি যেন শ্রীমতী মেঘমালার সাথে একই কারাগৃহে আবদ্ধ থাকি আমার জীবন ভোর। আর মহারাজ সিন্ধুদেশে এই সংবাদ পাঠিয়ে দিন যে তাদের যুবরাজ মরেছে, মরে বেঁচেছে।

রাজা। তথাস্তু রাজকুমার! প্রহরী এদের লয়ে যাও।

মেঘ। ফুটতে দিলে না, ফুটতে দিলে না। কুমার, তুমি না একদিন বলেছিল তোমার ঠাকুর প্রেমময়।

শঙ্খ। হাঁ রাজকুমারী! আজও তাই বলছি সত্যই ঠাকুর আমার প্রেমময়। [উভয়ের প্রস্থান

রাজা। দেখুন উপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দ, আজ হ'তে আমার সঙ্ঘে সঙ্ঘে প্রচার করে দিন যে শ্রমণেরা, ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা যে যার ইচ্ছা

বিবাহ করে সংসারী হতে পারবে। ভগবান বুদ্ধের আজ্ঞ হতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে [illegible] প্রতি ঘরে ঘরে তাঁর আরতির মঙ্গল শঙ্খ বাজবে। দেবতা তখন সকলের আরও হবেন আপনার, আরও নিকটতর আরও প্রিয়।

উপাধ্যায়। ধর্ম্মের, পরে হাত দিও না রাজা।

রাজা। এ ধর্ম্মের পরে রাজার আদেশ নয় উপাধ্যায়, এ স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের আদেশ। জানো উপাধ্যায় ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম মানবের সামাজিক জীবন যাপনের একটা অবলম্বন মাত্র। যাতে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা না আসে, যাতে জগতে অনৈক্যের বিরোধ না ঘটে, যাতে সংসারে শান্তির বোধন বসে, প্রতি ঘরে ঘরে এ তারই একটা সর্ব্বজনীন ঐক্যের প্রচেষ্টা, এই বৌদ্ধধর্ম্মই বল, হিন্দুধর্ম্মই বল এমনি আরও কত প্রচলিত বা ভাবি যে ধর্ম্মই বল সবার মধ্যেই আছে ওই সর্ব্বজনীন মাদকতা সার্ব্বভৌমিক অনুষ্ঠানের জয়গান।

উপাধ্যায়। শুধু তাই কি মহারাজ!

রাজা। নিশ্চয়ই, জেনো [illegible] ঠিক তার মনের মত মানুষ [illegible], পেতে পারে না, যার কাছে সে তার জীবনের প্রতি গোপন রহস্যটী উদ্ঘাটন করতে পারে। প্রতি মুহূর্ত্তের উত্থান পতন ব্যক্ত করে শান্তি পায়। তাই তাকে সৃষ্টি করতে হয় জড় ঠাকুরের; যার পিছনে আছে অনন্ত শক্তি, অনন্ত কল্পনা, তার অনন্ত প্রশ্নের উত্তর। যদি কোন সর্ব্বজন উপযোগী দেবতা না থাকে তবে জেনো উপাধ্যায়, পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি মানুষের অন্তরে অন্তরে আজ নূতন নূতন ঠাকুর গড়ে উঠত যার একটার সঙ্গে আর একটার কোনই মিল নেই। মহামানবেরা তাই প্রচার করে গেছেন যুগে যুগে মানবের সামাজিক জীবনের মধ্যে যাতে তাদের দ্বন্দ্ব না হয় এই বিভিন্ন রুচি নিয়ে। যেন তারা একই সুরে বাঁধা

থাকে তাদের জীবন ভোর। প্রকৃত এসব কিছুই নয়। কেবল সাধারণ মানুষের জীবনে একটা তার নিকটতম... করে দেওয়া, যার সঙ্গে সকল সময়ে সকল কাজের মাঝে সে তার সুখ-দুঃখের কথা কয়ে, ভবিষ্যৎ জীবনের আশা নিরাশা নিয়ে নিজের পথে চলবে অচঞ্চল। আনন্দের প্রয়াসী সে, দেখতে হবে যেন সে তৃপ্ত হয় বন্ধু, ধর্ম্মের প্রাণকে হারিয়ে ফেলে না শুধু তার আচারে, বিচারে, গুরুবাক্যে।

শোন মন্ত্রী, রাজ্য সম্বন্ধে একটা কথা। আজ থেকে তোমরা প্রজাদের মনোমত প্রতিনিধি নিয়ে এক জনপ্রিয় মন্ত্রী সভা গঠন করবে। আর, তারই সাহায্যে, রাজার প্রতীক হয়ে রাজ্য শাসন করবে। যে সকল ভাবধারা রাজ্যে উদয় হবে, তাদের আহ্বান কোরো সাদরে, কিন্তু গ্রহণ করো বিচার করে, কারণ প্রজাহিতৈষিতা হ'বে তোমাদের লক্ষ্য. বিশ্বমানবতা হ'বে তোমাদের কাম্য। বিশ্ব রাজ্যের বিভাব মাঙ্গা... র অন্তর বীণায় আঘাত দিয়েছে মন্ত্রী। তাই আজ আর আমি তোমাদের ... থাকতে পারছি না। রাজার রাজার ডাক এসে পৌঁচেছে আজ আমার দ্বারে। ... সহস্র অন্ধ জীব আজ আমায় ডাকছে শ্রীবুদ্ধের নামে। তোমাদের রাজ্য তোমরা দেখো, আমি চললাম। পাগল করেছে ওই ডাক।

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। চল অলকা আমরা এইবার যাই।

রাণী। কোথায় যাবে নাথ!

রাজা। চল যেখানে তুমি যেতে চাও চল।

রাণী। তুমি যে একদিন বলেছিলে আমায় সেই মহাতীর্থ বুদ্ধ-গয়ায় নিয়ে যাবে, চল নাথ সেইখানেই যাই।